# রংলাপ, সংলাপ ও বিলাপ

ব: ম: সাবেরী

কানাই তুমি খেইল খেলাও কেনে
রঙ্গে রঙ্গিলা কানাই, কানাই তুমি
খেইল খেলাও কেনে।
------ একটি কর্ণসুখী গান

গ্রাম্য সালিশে জনৈকা রুপোপোজীবীনীকে জিজ্ঞাসা করা হলো বরাবরের মত এবারও তার অনাগত সন্তানের পরিচয় কি? কেননা এর পূর্বেও তাকে সাবধান করা হয়েছিল যেন এহেন অনাকাংখিত ঘটনা না ঘটে। দেহপসারীনী সচ্ছন্দে জবাব দিয়েছিল,"হুজুর আমি কাউকে না করতে পারিনা।' বলা বাহুল্য তার না বলতে পারার অক্ষমতাই তাকে বারবার ঠেলে দিয়েছিল তার অনাকাংখিত গর্ভধারনের জটিল ঘটনাকে। পেশাদারি যৌন বিক্রেতাগণ তাদের রুটি রুজির সাচ্ছন্দ সরল যৌগিক জীবন হিসাবে যৌনতাকে করেন পণ্য। সন্দেহ নেই এটা এক ধরনের সার্ভিস এবং বাণিজ্য। ঠিক তদ্রুপই রাজনীতিতে যখন অশনি সংকেত নিয়ে হাজির হয় বিপদ সংকেত, তখন আমরা দেখতে পাই ঠিক তদ্রুপ উক্ত রুপোপোজীবীনীর মত অনেকেরই সাহস থাকেনা 'না' বলার। যদি আমরা না বলতে পারার মত সরলতা অর্জন করতে পারতাম তবে বোধ করি দেশ ও জাতিকে রেহাই দিতে পারতাম আসন্ন অশনি সংকেত থেকে। না বলে ফেললেই প্রয়োজন হতোনা তথাকথিত রঙ্গ মনচের রংলাপ ও বিলাপ নিয়ে সময় ও কালক্ষেপন।

আম জনতা মঙ্গা,বুভুক্ষে,অন্ধকারে মরুক উজির যুবরাজদের সেদিকে খেয়াল থাকেনা,থাকে শুধু আখের গোছানোর অহেতুক পায়তারা ও আখেরি সময়ে নিজেদের ভাগ বাটোয়ারার ন্যায্য(?) হিস্যার দিকে, জনগন হয়ে উঠে গিনিপিগ,অতিষ্ঠ জনগন আর উচ্চারণ করেনা ভাত দে হারামজাদা নইলে মানচিত্র খাবো,অসহায় জনগনের একটাই দাবি, আলো দে হারামজাদা নইলে----। যাত্রার মঞ্চের ন্যায় শতাধিক ক্যামেরার ফ্লাশের সামনে বাবুটি সেজে আমরা ফটোসেশন করতে পারি,জনগন জানেনা কিছুই,তারা থাকে শুধু অন্ধকারে।

রংলাপ ও বিলাপের মাধ্যমে আমরা কি কিছুর অশনি সংকেত শুনতে পাচ্ছিনা? ক্ষমতাধর দ্বিতীয় কর্তা যখন বলেন ক্ষমতাহীন দ্বিতীয় কর্তাকে,"আপনারা কতজনকে না করবেন"? সত্যি কথা কতজনকে না করতে পারি আমরা। এক না,দুই না,তিন না এর পরে পারবো কি আমরা র‍্যাব কোবরা চিতার বড় ভাইদেরও না করতে? সময় ক্ষেপন না করে বোধহয় বিচারের সময় হয়েছে কাকে না আর কাকে হা বলা হবে। সুশীল সমাজ কেন কোন সমাজই আর চাইবেনা র‍্যাব এর বড় ভাইদের শাসন,জনতার দাবি মাছ ভাত স্বর্গে বিধাতার সাথে হনে ক্ষন,ডাল ভাত সবুজ বাংলায় আর সম্ভব নয়,তাও বিধাতার সাথে হবেক্ষন,স্বর্গের ডিনারে। জনগন এখন শুধু চায় আলো ও জল,জগৎকর্তার ভান্ডারে বোধ করি এতটুকু কৃপা আছে এ জাতিকে জলে ও আলোতে রাখার। জগৎ কর্তা বোধ করি এ'দাবিতে আপামোর জনতার সাথ একাত্নতা ঘোষনা করবেন,এ'দাবি এ'ক্ষণেও যে শিশুটি মর্ত্যে আগমন করলো তারও।

সহনশীলতা আমাদের নেই তা জগৎকর্তাও জানেন,সহনশীলতা হবে তার আশাও বোধ করি দুরাশা,সহাবস্থান তো পরের কথা,রাজনীতি রাজাদের বেসাতি থাকলেও এতদিনে রাজনীতি হারিয়েছে তার চরিত্র ও স্বভাব। আমরা দেখি কালো টাকা,সফল অসফল ব্যবসায়ী,তালিকাভুক্ত মাস্তান সবাই এখন রাজনীতিবিদ। অতএব কে শোনে কার কথা। সংলাপ, ছাড়, একে চাইনা, ওকে চাইনা ইত্যকার টালবাহানায় জনগনের রক্ত বমি অবস্থা। জলে,অন্ধকারে মায় কি গুলিতেও মরে জনতা,পাখির মত। শ্রমিক ওরা আবার মানুষ হলো কবে। গার্মেন্টস, কানসাট, ফুলবাড়ি যাইহোকনা কেন। অধিকার তো পরের কথা,দাবি আরও পরে হবেক্ষন,কথা বলাই অপরাধ। অতএব সমাধান একটাই, করো গুলি, মারো মানুষ, আমরা সংলাপ বিলাপ করি শৈত্য আমেজে।

মানুষ কি, মানুষ কে বা কারা তা বোধ করি রাজনীতির সংজ্ঞায় নির্ণায়িত হবে কোনও এক নতুন সংজ্ঞায়,জগৎকর্তার সংজ্ঞায় যারা মানুষ জোটের সংজ্ঞায় তারা মানুষ না কেন? তারা কি বিমুর্ত কোনও কিছু? না হলে পাখির মত প্রাণ দেয় কানসাট, ফুলবাড়ি, গার্মেন্টস এরা কারা। জোটের সংজ্ঞায় এরা মানুষ না অন্য কিছু। বিশ্ব মানবতার আজ জিজ্ঞাস্য এটাই। মানুষের সংজ্ঞা কি? ক্রসফায়ারের কাহিনী আসুন আমরা ঠাকুরমার ঝুলিতে জুড়ে দেই।

সংবিধান নামক পবিত্র জিনিসটি তার চরিত্র খুইয়েথেছ অনেক আগেই,যখন যুক্ত হয়েছিলো,"----- ইনি হইবেন ----সরকারের রাষ্ট্রপতি"। সংবিধানে রাজা উজিরদের মতো কারও নাম জুড়ে দেওয়ার নজির বোধহয় তামাম জগৎ সংসারের আর কোথায় খুজে পাওয়া যাবেনা,ঠিক যাবেনা,এ ঘোষনাটিরও "দেশে আজ থেকে কোনও রাজনৈতিক দল থাকবেনা এবং সংবাদপত্র বলতে এ কয়টির অস্তিত্ব"। এহেন ফ্যাসিবাদি ঘোষণা যখন উচ্চারিত এবং সংবিধানে যখন সংযোজিত হয়,তখন জনগন খোজে নাজাতের পথ,নাজাত জনগণ পায়নি,পেয়েছিলো উর্দির শাসন। জনগণের চিন্তা,চেতনা প্রাগ্রসরতাকে যা করেছিলো বাধাগ্রস্ত। জনগণ এবারও আতংকিত,খুজছে তারা নাজাতের পথ। ধর্মান্ধতা,ঘাতক দালাল,মৌল্লাতন্ত্র থেকে জনগণ চাইছে নাজাত অন্তরের অন্তস্থল থেকে,জনগণের কামনা একটাই জগৎকর্তাও বোধহয় তাদের সাথে একতার সুর মেলাবেন।

একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে জনগণের চেতনার শাণিত বিকাশ হয়েছিলো বাধাগ্রস্ত এ'কথা বিলক্ষন,হিটলারও বোধ করি অলক্ষ্যে হেসেছিলো মুচকি হাসি। ঠিক তদ্রুপই হিটলার হাসছে আবারও,দু দলীয় সমীকরণে রংলাপ ও বিলাপের যাত্রা মঞ্চে দ'নায়ককে দেখে। সংলাপ হোক আপত্তি নাই,সংসদে প্রতিনিধিত্ব (অবশ্যই ঘাতকরা বাদে) কারী অন্যান্য দল সমুহ এবং বিগত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দল কেন আপাংক্তেয়,তা বোধ করি জনগণ জানতে চাইবে,তবে অবশ্যি এবার তাদের প্রদত্ত ম্যান্ডেটের মাধ্যমে জনগণ তাদের একাত্তুরীয় জবাব দেবেন এটা জগৎকর্তার সাথে সবার কাম্য। একদল,দুদল,পাল্টাপাল্টি নয়,যেই আসুক জনগণ চায় শুধু আলো আর জল,দাবীটুকু কি খুবই বেশী? মানবতার দায়বদ্ধতা এর জবাব কি দেয়,জনগণ আশা করি তা কষ্ট করে হলেও খুজে নিবে,কেননা ইতিহাস সাক্ষী দেয় শোষিতের পক্ষেই বার বার। শোষিত জনতার পক্ষ্যে ইতিহাস বারে বার অবস্থান করে তার চরিত্র রাখে পরিস্কার,ইতিহাস দাড়াবেই মানবতার পক্ষে। শোষিত জনতার স্বপ্ন এতটুকুই,ইতিহাসকে স্বপক্ষে টানা বারে বার,যেন ইতিহাস গায় শোষিতের জয়গান।

অতএব মানবতার ব্যারোমিটারে র‍্যাব,চিতা,কোবরারা হোচট খেলেও শাসন ও শোষণের খাতিরে জোট পোষে রাখে তাদের, তবে লাভ? হাজার হাজার কোটি টাকার ছাগল অর্থনীতি,ভাঙ্গা স্যুটকেসের চেরাগে গর্ভবতী হয় বিদেশী ব্যাংক ও একাউন্ট,অবশ্যই জনগণকে অন্ধকারে রেখে ও জলে মেরে। মানবতার ব্যারোমিটারে জগৎকর্তারও বোধ করি কষ্ট হয় তাদের মাপতে। হায়!!!! চুল তার কবেকার অন্ধকারে বিদিশার দিশা, আর মুখ তার? বলার অপেক্ষা রাখেনা কয়েক লাখ টাকার শিফন শাড়ী ও লক্ষ্য টাকার মণি,মুক্তা আর হিরের নেকলেস। অন্যজনেরও আহ্লাদিত হওয়ার কারণ নেই,দুই দশকের সিংহাসন তফাৎ তাকে ও এনে দিয়েছিলো শিরোপা,দুর্ণীতীর শিরোপা,আইউব খান বা হিটলার ও বোধ করি এতটা নালায়েক ছিলনা।

মানবতার ব্যারোমিটারে,দায়বদ্ধতায়,জবাবদিহিতায় নিজেদের কতটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি আমরা তা জগৎকর্তার আদালতে যাচাই এর জন্য আপাতত ছাড় দিলেও,দুর্নীতীর অঘোষিত টুর্নামেন্টে আমরা বারে বার চ্যাম্পিয়ন হই তাও বা কম গৌরবের(!) কি। বিশ্ব আদালতের একটি সার্টিফিকেটতো অন্তত আমরা পেলাম।

## তামাম শোধ

---

ব::মো: সাবেরী, এ্যাডেলেইড, ১০/১০/২০০৬